যুগান্তর

তারিখ ... 15 FEB 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

শিক্ষার্থীদের স্বার্থে পা ধরতেও রাজি শিক্ষামন্ত্রী

আজকের এসএসসি পরীক্ষা শুক্রবার

যুগান্তর রিপোর্ট

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের টানা ৭২ ঘণ্টা হরতালের কারণে আজকের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ পরীক্ষা নেয়া হবে ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ৯টায়। শনিবার বিকালে রাজধানীর হেয়ার রোডে নিজ বাসভবনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে আমি তাদের (২০ দলীয় জোট) পা ধরতেও রাজি আছি। তারা বলুক কী করতে হবে।'

আজ এসএসসির গণিত, দাখিলের ইংরেজি ১ম পত্র ও ইংরেজি (অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের), এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনালের সকাল-বিকাল দু'বেলা করে রসায়ন-২ বিষয়ের মোট চারটি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এবারের পরীক্ষা শুরু থেকেই রাজনৈতিক কর্মসূচির বাধার মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২, ৪, ৮, ১০ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার দিন নির্ধারিত ছিল। এসব দিনই হরতাল ছিল। এ কারণে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। প্রথম চার দিনের পরীক্ষা দু'সপ্তাহের চার ছুটির দিনে নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু হরতাল থাকায় ১২ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষাটি আর নেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে এ পরীক্ষাটি এখন পর্যন্ত স্থগিত রয়েছে এবং নতুন কোনো তারিখও ঘোষণা করা হয়নি। এদিকে

শুক্রবার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শুক্রবার : এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৭২ ঘণ্টার হরতাল বুধবার সকাল ৬টায় শেষ হচ্ছে। রোববারের পরে পরীক্ষা আর বুধবারই নির্ধারিত রয়েছে। এ কারণে সরকারদলমনে করছে, আর হরতাল ডাকা না হলে ওই দিনের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে। আর তা হলে ১২ ফেব্রুয়ারির স্থগিত পরীক্ষা পরবর্তী বাকি ছুটির দিন বা শনিবার নেয়া যাবে। তবে আগের দু'সপ্তাহের মতো হরতালের সময় বাড়ানো হলে সে ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি স্থগিতই থেকে যাবে আর বুধবারের পরীক্ষাটি শনিবার নেয়া হবে। বুধবার এসএসসির পদার্থবিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ইতিহাস, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ব্যবসায় পরিচিতি, দাখিলের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, এসএসসি ভোকেশনালের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং দাখিল ভোকেশনালের কোরআন মজিদ ও তাজবিদ পরীক্ষা নির্ধারিত রয়েছে।

আমি পা ধরতেও রাজি : পরীক্ষা স্থগিত ও নতুন তারিখ ঘোষণাকে সামনে রেখে বিকালে নিজের হেয়ার রোডের বাসভবনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষার্থীদের জন্য আমি তাদের (২০ দলীয় জোট) পায়ে ধরতেও রাজি আছি। শিক্ষার্থীদের জন্য আমি সবকিছুই করতে পারি। আপনারা হয়তো বলতে পারেন, তুমি এত বেহায়া কেন? আমি বেহায়া এ জন্য যে, ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

তিনি এ সময় বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের প্রতি পরীক্ষাকালে আর হরতাল না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা ধরে নিতে পারি পরীক্ষার মধ্যে এটাই তাদের শেষ হরতাল।'

এ সময় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা এর আগে পরীক্ষাকে হরতালের আওতামুক্ত রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। অনুরোধ সত্ত্বেও হরতালের কর্মসূচি ঘোষণায় আমি খুবই উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। সমগ্র জাতিও আতংকিত। তারা দেশবাসীকে এ রকম পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ করছেন। ভবিষ্যতে আর কী সর্বনাশ অপেক্ষা করছে তা আমরা জানি না।'

শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা স্থগিতের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, 'ভয়ভীতির মধ্যে পরীক্ষা নেয়া সমীচীন মনে করছি না। আমাদের কাছে পরীক্ষার চেয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন ও নিরাপত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষা পেছানো হয়েছে।'

ঠিক সময়ে এসএসসির ফল ঘোষণা করা যাবে কিনা— সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি কী দাঁড়াচ্ছে আমরা তা অনুমান করতে পারছি না। তবে অনিশ্চয়তা তো আছেই। আশা করছি আর হরতাল হবে না। তাহলেই সময়মতো পরীক্ষার ফলাফল দিতে পারব।' এ সময় তিনি বিএনপির আন্দোলনকে মানুষ মারার কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'বিএনপি জোট স্নেহ, মায়া-মমতা কোনো কিছুর মূল্য না দিয়ে মানুষ মারার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বলব এটা বন্ধ করুন। জাতিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবেন না। আর হরতাল দেবেন না।'

পরীক্ষার মধ্যে লেখাপড়ার ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'হরতাল শিক্ষার্থীদের আতংকিত করে তোলে। শিক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। তাদের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি হয়। আগামী প্রজন্মকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এতে যে ক্ষতি হয়েছে, আগামী ৪০ বছর তার খেসারত দিতে হবে।'

ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কোনো নির্দেশনা দেয়া হবে কিনা— এমন এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ বলেন, 'হরতাল-অবরোধে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হচ্ছে তা পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করা হবে। সেটা পরীক্ষা শেষে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।' তবে এ ক্ষতি কোনোভাবেই পোষানো যাবে না বলেও মনে করেন তিনি।